পর্ণো সিডি বাণিজ্য

Reÿvi †nv‡mb I i“ûj Zvcm

ঘটনা-১ : ঢাকা থেকে সদ্য বিবাহিত এক দম্পতি হানিমুনে যান কক্সবাজার। প্রথমে তারা ভেবেছিলেন দেশের বাইরে দার্জিলিং বা শিলং যাবেন। কিন্তু খরচের কথা ভেবে তারা সিদ্ধান্ত পাল্টে কক্সবাজার আর রাঙ্গামাটি যান। এটাই নবদম্পতির প্রথম কক্সবাজার ভ্রমণ। ওখানে মধ্যমানের একটি হোটেলে তারা চমৎকার সময় কাটান। কেননা, একে অপরকে জানার, বোঝার এটাই তো সময়। মধুচন্দ্রিমার অবকাশ কাটিয়ে নববিবাহিত দম্পতি ঢাকায় ফিরে আসেন পাঁচ দিন পর।

ঘটনা-২ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের দুই ছাত্রছাত্রী। ভিন্ন বিভাগের হলেও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কিছুদিনের মধ্যে তা মোড় নেয় প্রেমে। ক্যাম্পাসের নানা স্থানে এই প্রেমিক যুগলকে দেখা যেতে থাকে। একদিন পরিচিত একজনের বাসায় একে অপরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে। ঐ সময় অনেক আবেগকেই তারা আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। রাখার প্রয়োজনও বোধ করে না।

দুটি ঘটনাই স্বাভাবিক, দৈনন্দিন ঘটনা। বিয়ের পর নবদম্পতির হানিমুন, ঘনিষ্ঠতা কিংবা প্রেমিক যুগলের রুম ডেটিং করতে চাওয়া কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। অথচ এ দুটি ঘটনা থেকেই জন্ম নেয় দুটি মারাত্মক দুর্ঘটনার। প্রেমিক যুগল ও নবদম্পতির অজ্ঞাতেই তৈরি হয়ে যায় দুটি পর্নো সিডি।

কক্সবাজারে হানিমুন করতে যাওয়া নবদম্পতিদের হোটেলের রুমেই রাখা ছিল গোপন ভিডিও ক্যামেরা। সেই ক্যামেরায় ধারণকৃত অংশ এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ‘কক্সবাজার’ নামে। অন্যদিকে প্রেমিক যুগলের আবেগঘন দৃশ্য ধারণ করার জন্য গোপন ক্যামেরাটি ছিল তাদেরই পরিচিতজনের বাসায়, যেখানে তারা ডেট করেছিল। গোপন ক্যামেরায় ধারণকৃত অংশগুলোই এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে ‘রাজশাহীর সিডি’ নামে।

এভাবে গোপনে ধারণকৃত নারী-পুরুষের একান্ত মুহূর্তগুলোর ভিডিও সিডি দেশের বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে। দেশের ভেতরেই গড়ে উঠছে পর্নো ভিডিও সিডির এক রমরমা বাণিজ্য। আর এই বাণিজ্যের মূল বিনিয়োগ হলো বিভিন্ন কৌশলে প্রতারণা।

বাংলাদেশে পর্নো সিডির বাজার

দেশে পর্নো সিডি আসে মূলত দু’ভাবে। আকাশপথে এবং স্থলপথে। ভারত থেকে চোরাইপথে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে সবচেয়ে বেশি পর্নো সিডি আসে। এর মধ্যে বড় একটি অংশ থাকে ভারতীয় সিডি। অবশ্য কিছু কিছু ভারতীয় সিডিকে দেশী পর্নো বলেও চালানো হয়। বাকিগুলোর মধ্যে থাকে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চীন, হংকং, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের সিডি। একাধিক বিক্রেতা জানিয়েছে, আগে হংকং ও চীনের সিডির একচেটিয়া বাজার ছিল। এখন তা দখল করে নিচ্ছে ভারতীয় সিডি। কেননা, ঢাকার বাইরে ব্যবসায়ীরা এসব সিডিকে অনায়াসে দেশী পর্নো সিডি বলে চালিয়ে দিতে পারে। সাধারণত সিডি ফরমেটে এবং কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভে ভরে এসব পর্নো ছবি দেশে আনা হয়। তারপর সেগুলো শত শত কপি করে বাজারে ছেড়ে দেয়া হয়। এই ব্যবসায় সংঘবদ্ধ দালালচক্র রয়েছে যারা পর্নো সিডি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাচার করে।

আকাশপথে পর্নো সিডি আসে ডিভিডি ফরমেটে। সেখান থেকে সেগুলো ভিসিডিতে রূপান্তর করা হয়। সাধারণত একেকটি ডিভিডি সিডির দাম থাকে নতুন অবস্থায় ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। আর ভিসিডিতে রূপান্তরের পর এর দাম হয়ে যায় ১০০ থেকে ৮০ টাকা।

সিডি ব্যবসায়ীদের একটা অংশ নিয়মিত ব্যাংকক, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর যাতায়াত করে। তারা সেখানে গিয়ে ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন পর্নো ছবি ডাউনলোড করে। একেকটা মুভি ডাউনলোড করতে সময় লাগে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা। ডাউনলোড স্পিড বেশি হবার কারণে সময় কম লাগে। এরপর ওই ছবিগুলো কোনোটি সিডিতে রাইট করে কোনোটা কম্পিউটারের হার্ডড্রাইভে লোড করে দেশে নিয়ে আসে। একেক চালানে ৩০ থেকে ৪০টা ছবি আনা হয়।

সাধারণত ডিভিডি যে ফরমেটে আসে তা হলো AVI (Audio Video interface) রেজুলেশন সাধারণত ৭২০ X ৫৭৬ পাল (Pal)। বাজারে বিভিন্ন সফটওয়ার পাওয়া যায় সেগুলোর সাহায্যে AVI থেকে MPEG-1, DAT, VCD ফরমেটে রূপান্তর করা হয়। আবার ডিভিডি প্লেয়ারে চালিয়ে ক্যাপচার কার্ডে ক্যাপচার করে ভিসিডি ফরমেটে নেয়া হয়।

অভিযোগ রয়েছে, এলিফ্যান্ট রোডের সিয়েরা সার্কেল, আজিজ সুপার মার্কেট, নাহার প্লাজা, পুরান ঢাকার হাজারীবাগে বেশ কিছু ভিডিও প্যানেল রয়েছে যারা ডিভিডি থেকে ভিসিডিতে পর্নো সিডি কনভার্ট করে। এসব প্রতিষ্ঠানে ডিভিডি থেকে ভিসিডিতে কনভার্ট করতে ডিস্ক প্রতি ২৫০ টাকা লাগে।

বাইরের একেকটি পর্নো ডিভিডি সাধারণত ২-৩ ঘণ্টার হয়। কিন্তু এখানে আনার পর তা ৫০/৬০ মিনিটের কয়েকটি ক্লিপে ভাগ করা হয়। এভাবে একটি ডিভিডি থেকে হয়ে যায় কয়েকটি পর্নো সিডি।

ভিনদেশী পর্নো সিডির পাশাপাশি দেশীয় সিডির চাহিদা বেশ বাড়ছে। ফলে গোপন ক্যামেরায় ধারণকৃত এসব ছবি তৈরি ও বাজারজাত করার প্রবণতা গত দেড়-দুই বছরে অনেক বেড়ে গেছে বলে জানা গেছে। প্রথম দিকে এই পর্নো ছবির ভিডিও তৈরি ঢাকাকেন্দ্রিক হলেও এখন তা চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এমনকি মফস্বলেও ছড়িয়ে পড়েছে।

জন্মদিনসহ বিভিন্ন সামাজিক পারিবারিক উৎসবে ভিডিও এখন একটি অপরিহার্য বিষয়। এর ফলে শুধু ঢাকাতেই ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় হাজারখানেক ভিডিও-ভিসিডি এডিটিং প্যানেলের দোকান গড়ে উঠেছে। বড় বড় সুপার মার্কেট থেকে মহল্লার অলিগলিতে চলে ভিসিডি বা ডিভিডি রূপান্তর। সুযোগে গোপন ক্যামেরায় বন্দি করা যৌন দৃশ্য সিডিতে রূপান্তর করা এখন আর কোনো কঠিন কাজ নয়। ছোটখাটো এডিটিং প্যানেল বসানোও তেমন ব্যয়বহুল নয়। আবার স্যাটেলাইট চ্যানেলের সংযোগ প্রদানকারী কোনো কোনো ক্যাবল অপারেটরও এ ধরনের কাজে জড়িত বলে জানা গেছে।

স্থানীয়ভাবে তৈরি করা পর্নো সিডিগুলো কয়েকটি হাত ঘুরে সাধারণ ক্রেতাদের হাতে পৌঁছায়। সংঘবদ্ধ চক্র প্রথমে গোপনে ভিডিও ধারণকৃত মাস্টার কপিটি ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেয় সরবরাহকারী চক্রের কাছে। এই চক্র সেটি থেকে বেশ কয়েকটি কপি করে বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে। এ ক্ষেত্রে দাম পড়ে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। এসবের ক্রেতা সাধারণত বড় বা মাঝারি ভিডিও দোকানিরা যারা আবার সিডিগুলো শয়ে শয়ে কপি করে একেবারে খুচরা পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়। এর দাম ধরা হয় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। ক্রমে এই দাম কমে আসতে থাকে। এই সিডিগুলোই বিক্রি করা হয়। কিছু কিছু আবার ভাড়ায় খাটানোও হয়। আর এভাবেই পর্নো সিডি চলে যায় রাজধানী থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত।

অনুসন্ধানে যা পাওয়া গেছে

গোপনে ভিডিও ধারণ ও পর্নো সিডি তৈরির নেপথ্য কর্মকান্ড অনুসন্ধান করতে সাপ্তাহিক ২০০০ অনুসন্ধান চালায় ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এলাকায়। অনুসন্ধানে স্থানীয় পর্নো ভিডিও ছাড়াও পাওয়া গেছে যাত্রার অশ্লীল ক্লিপিংসের ভিডিও এবং বাংলা ছবি থেকে নেয়া পর্নো দৃশ্য। বলাকা সিনেমা হলের পার্শ্ববর্তী এলাকা স্টেডিয়াম, গুলিস্তান, বায়তুল মোকাররম এবং ফার্মগেট এলাকা পর্নো সিডির সবচেয়ে বড় খুচরা বাজার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফুটপাতের পাশেই পসরা সাজিয়ে এসব বিক্রি করছে দোকানিরা। বাংলা ছবি থেকে নেয়া বিভিন্ন রেপসিন সমগ্র পাওয়া যাচ্ছে 'গরম মশলা'। 'মাল মশলা' 'হট মিক্স' 'বাংলা হট' এসব নামে। মিউজিক ভিডিও নামে যা বিক্রি হচ্ছে তাও সেমি পর্নো ভিডিও।

নীলক্ষেতে মিডনাইট সান টু'র নিচে আন্ডার গ্রাউন্ড মার্কেটে রয়েছে বেশ কয়েকটি সিডির দোকান। দোকানগুলো সাধারণত ক্রেতাদের কাছে পর্নো সিডি বিক্রির কথা স্বীকার করে না। তবে নিয়মিত ক্রেতা এবং এসব ক্রেতার পরিচয় সূত্র ধরে যারা যায়, তাদেরকে দোকানের নিচে কাঠের পাটাতন থেকে বের করে দেয়া হয় পর্নো সিডি। এখান থেকেই পাওয়া গেছে কক্সবাজার, শেরাটনে এক রাত, সাভারের স্বামী-স্ত্রী, দেশী সিন, রাজশাহী হোটেল, শেরাটন, টানবাজার, লালমনিরহাট শাওন, সুমী, বগুড়ার ভাবী, ধানমন্ডিসহ বিভিন্ন নামের দেশীয় পর্নো সিডি। এসব সিডি বিক্রি হয় ৩০ থেকে ৬০ টাকায়। তবে পর্নো সিডির সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার হচ্ছে স্টেডিয়াম। সেখান থেকেই এসব সিডি চলে যায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা এবং মফস্বলে।

নীলক্ষেত, স্টেডিয়াম এবং গুলিস্তানসহ বেশ কয়েকটি এলাকার পর্নো সিডি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতিটি দোকান প্রতিদিন পুলিশকে চাঁদা দেয়। দোকান এবং ব্যবসার আয়তন অনুযায়ী এ চাঁদার তারতম্য ঘটে। তবে চাঁদার পরিমাণ ন্যূনতম ৫০ টাকা থেকে শুরু হয় বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। মাঝে-মধ্যে লোক দেখানো রেইড দেয়া হয়। তবে তা ব্যবসায়ীরা অনেকেই জানতে পারে বলে খুব একটা সমস্যা হয় না। সাধারণত বেশি চাঁদা পেতে এটা করা হয়।

এফডিসি : কাটপিস থেকে পর্নো সিডি

শুরুটা ছিল বাংলা সিনেমার অশ্লীল দৃশ্য দিয়ে। সিনেমায় অশ্লীল দৃশ্যের পাশাপাশি এক সময় জুড়ে দেয়া হতো যৌনদৃশ্য সংবলিত কাটপিস। কাটপিস নিয়ে পত্র-পত্রিকায় তীব্র সমালোচনার মুখে বিভিন্ন সিনেমা হলে ছবির ফিল্ম জব্দ করা শুরু হয়। তবে তা রাজধানীকেন্দ্রিক ঢাকার বাইরে মফস্বলের হলগুলোতে কাটপিসের বাজার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কিন্তু জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নেয়া হলে মফস্বলের হলগুলোতেও কাটপিস ব্যবসা কমে যায়। এ পরিস্থিতিতে নির্মাতারা বেছে নেয় একেবারে অভিনব পদ্ধতি। সরাসরি তারা চলে যায় অশ্লীল পর্নো ভিডিওতে। ছবিতে কোন দৃশ্য থাকবে আর কোন দৃশ্য থাকবে না তা একজন পরিচালকই ভালো জানেন। এ সুযোগ কাজে লাগাতে শুরু করেন কয়েকজন পরিচালক। ছবিতে নেই বা থাকবে না এমন অনেক দৃশ্য

নিষিদ্ধ মেয়ে
পর্নো সিডির অন্য ভার্সন

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে যেসব সিডি পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নিষিদ্ধ মেয়ে' নামের সিডিটি। সিডির কভারে লেখা হয়েছে, শর্ট ফিল্ম। পরিচালনা করেছেন নন্দিনী মাথুরা। এটি পরিচালকের ছদ্মনাম। রাইয়ানা নেটওয়ার্ক নামের একটি প্রযোজনা সংস্থা থেকে স্বঘোষিত এই শর্ট ফিল্মটি করা হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে রাইয়ান নেটওয়ার্কের কর্মকর্তা আজিজ সোহেল বলেন, এইডস বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এই শর্ট ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে। তবে তিনি পরিচালকের প্রকৃত নাম জানাননি। শর্ট ফিল্ম বলা হলেও এই ভিডিও সিডির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপের মধ্যে যে অশ্লীলতা ও নগ্নতার ছড়াছড়ি তাতে 'নিষিদ্ধ মেয়ে'কে পর্নো ভিডিও হিসাবেই চিহ্নিত করতে হয়। আঙ্গিকগত দিক থেকেও এটি কোনো শর্ট ফিল্মের কাঠামোতে পড়ে না। পুরো সিডিতে রয়েছে অশালীন কুরুচিপূর্ণ সংলাপ এবং নেগেটিভ ফিল্মে যৌনদৃশ্যের ছড়াছড়ি। আজিজ সোহেল অবশ্য ২০০০কে বলেন, 'ছবির সংলাপ আরো সংশোধিত হওয়া উচিত ছিল। এরপর যে ছবিটি করছি, তার নাম 'নিষিদ্ধ ছেলে'। সেখানে আমরা সংলাপের দিকে লক্ষ্য রাখবো। আমরা কিন্তু সরাসরি মিলনের দৃশ্য দেখাইনি। যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে গেছি।' এসিড সন্ত্রাস রোধের জন্য নানা ধরনের ডকুমেন্টারি বা শর্ট ফিল্ম হতে পারে। তাই বলে সত্যি সত্যি এসিড ছুড়ে নিশ্চয়ই এসিডবিরোধী শর্ট ফিল্ম কেউ করতে যাবেন না। রাইয়ানা নেটওয়ার্ককে বুঝতে হবে, সাধারণ মানুষ এতো বোকা নয় যে, তাদের এসব অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন না।

তবে রাইয়ানা নেটওয়ার্ক তাদের কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করেছে। নিষিদ্ধ মেয়ের পর এখন বাজারে ছেড়েছে 'নারী নিয়ে খেলা' নামে আরেকটি টেলিফিল্ম। নারী নির্যাতনের নামে এখানেও রয়েছে উত্তেজক দৃশ্যের ছড়াছড়ি।

বিশেষত ধর্ষণের দৃশ্য ধারণ করা হয়। কখনো কখনো এসব দৃশ্যকে করে তোলা হয় জীবন্ত। অভিযোগ রয়েছে দু-একজন পরিচালক নিজেও অনেক সময় সক্রিয় ভূমিকা রেখে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছে যৌনমিলন ও ধর্ষণ দৃশ্য। এসব দৃশ্য আলাদাভাবে ক্যামেরায় ধারণ করার পর চলে যায় বাইরের এডিটিং প্যানেলে। সেখান থেকে সিডিতে রূপান্তর ও কপি করে বাজারে ছাড়া হয়। সুনির্দিষ্ট কয়েকটি আউটডোর লোকেশন, বারী স্টুডিও ও নিউ স্টার স্টুডিওতে এসব দৃশ্য ধারণ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। আর এসবের নেপথ্যে নাম উঠে এসেছে মনতাজুর রহমান আকবর, শরিফুদ্দিন খান দিপু, শাহাদত হোসেন লিটন, এনায়েত করিমের মতো পরিচালকের নাম। এ বিষয়ে মনতাজুর রহমান আকবরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমি নিজেই তো কাটপিস আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয়। আমার সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

সুমন শাহিনরা এখনো তৎপর

মানুষের স্বাভাবিক প্রেম-ভালোবাসাকে পণ্যে রূপান্তর করছে সুমন, শাহিন, জুয়েলরা। প্রশাসনের দুর্বলতায় ও পর্যাপ্ত গণসচেতনতার অভাবে আজকে সারা দেশে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এসব বিকৃত রুচির মানুষদের নেটওয়ার্ক। প্রতারণা করে গোপনে মিলনদৃশ্য ধারণ করার পেছনে বিকৃত মানসিকতা ছাড়াও তাদের মধ্যে কাজ করে হীন ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। এ কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এমনকি স্কুলের ছাত্রীরা পর্যন্ত টার্গেট হচ্ছে এসব অপচক্রের। এটা আইনের চোখে বড় ধরনের অপরাধ হলেও অপরাধীরা শাস্তি পায়নি এখনো। ফলে নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। সুমন দেশের বাইরে, পিন্টু জামিনে মুক্ত- সবকিছু জানার পরও শাহিনকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। আইন নেই এমন অজুহাতে এড়িয়ে গেছেন তারা। কিন্তু নির্দিষ্ট আইন না থাকলেও এর জন্য ভিকটিম নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০-এর আওতায় মামলা হতে পারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ প্রমাণ হলে জেল ও জরিমানার বিধান রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইনে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই পর্নো ইন্ডাস্ট্রির বিশাল বাজার রয়েছে। পর্নোগ্রাফির বা পর্নো ভিডিওর ভালো-মন্দ আলোচনায় না গিয়ে আমরা খুব জোরালোভাবে এটা বলতে চাই, প্রতারণা বা ব্ল্যাকমেইল করে পর্নো ভিডিওর বাজারজাত করা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। আমাদের প্রেম-ভালোবাসা আবেগের মতো একান্ত মানবিক বিষয়গুলো অজান্তে বাজারে বিক্রি হয়ে যাবে এটা মেনে নেয়া যায় না। তাহলে 'প্রাইভেসি' বলে আর কিছুই থাকবে না। হয়তো কিছুদিন পর আপনার-আমার বেডরুমের একান্ত গোপন মুহূর্তগুলো বাজারে বিক্রি হতে দেখবো। তাই ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এখনই। একবার ভেবে দেখুন কতোটা নিরাপত্তাহীন আমি, আপনি, আমরা সবাই।